পাঠক ফোরাম

দুর্নীতিপূর্ণ বাংলাদেশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে এক নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশের পদক দেয়ায় সারাদেশে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। সরকার দলীয় রাজনীতিবিদদের ভাব সাব দেখে মনে হচ্ছে এক নম্বর না হয়ে দুই-এক ধাপ নিচে হলে তারা বুঝি বেঁচে যেতেন। কিন্তু এক নম্বর হোক আর পাঁচ নম্বর হোক আসল কথা হলো এদেশে দুর্নীতি ছিল, আছে এবং দিন দিন বাড়ছে। পত্রিকায় দেখা যায় সাংবাদিকরা রাজনীতিবিদ, আমলা, পুলিশ প্রশাসনের ওপর রাগ করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, দুর্নীতি এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে । আমরা সাধারণ জনগণও দুর্নীতির বাইরে নই। পুলিশ, আমলা কিংবা রাজনীতিকরা তো আমাদেরই বাবা, ভাই কিংবা চাচা। আমাদের নিজস্ব গন্ডির মধ্যে যারা দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে কি কখনো আমরা প্রতিবাদ করি? দুর্নীতির শিকার যেমন সাধারণ মানুষরা হয়, তেমনি তারাই আবার সুযোগ পেলেই দুর্নীতিবাজ হয়ে ওঠে। আমাদের মূল্যবোধ ক্ষয় হতে হতে আর কিছু বাকি নেই। আসলে শুধু মাত্র কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেই হবে না, এর দায়ভার আমাদের সবাইকেই নিতে হবে। এবং খুঁজে বের করতে হবে প্রতিকার। তা না হলে একদিন আমাদের নিজেদের অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

ইরাদ ফারহান, ১৫৩/২, মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৫

বনানী ভালো হও

রংপুরের লালন শিল্পী বনানীকে বাঁচাতে টাকার প্রয়োজন' এরকম লেখা একটি পোস্টার রাজপথের কোনো এক দেয়ালে দেখেছিলাম। তখন বিষয়টি এতটা গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করি নি। হঠাৎ যখন ইটিভির সংবাদে বনানীকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেখলাম তখনই আমার মত অনেকেই হয়ত বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। বনানী সামাদ ক্যান্সারে আক্রান্ত। সে বর্তমানে মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় ২০ লাখ টাকা। এত টাকা তো বনানীর পরিবার জোগাড় করতে পারবে না। আর তাই তো বনানীর বন্ধুরা অর্থ সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েছেন। রংপুরে মাইকিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে অর্থ তোলা হচ্ছে। ইটিভি পুনরায় বনানীকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করল। আর তাই তো সবার মনে আশার আলো জেগেছে, অমিতের মত অতি সহজেই বনানীর চিকিৎসার অর্থ, অর্থ তহবিলে জমা হবে। বনানী সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে তার অতি আদরের একমাত্র মেয়ে বিজিয়ার কাছে।

শিল্পী, পপুলার হাউজিং-২
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

** গত ১৭ জুলাই ইটিভি বনানীর মৃত্যুর খবরও প্রচার করেছে--**বি.স.***

'আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব'

এক সময় স্লোগানটি খুব জনপ্রিয় ছিল, বোধ করি এখনো আছে। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সব কিছুর সাথে এই স্লোগানেও একটু পরিবর্তন আনা দরকার। আর পরিবর্তিত স্লোগানটি হওয়া উচিত–
'আমার ভোট আমি দেব
যোগ্য প্রার্থী দেখে দেবো।'
এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করবে তো? না করুক ক্ষতি নেই। আপনি আপনার এলাকায় যোগ্য, সৎ কোনো ব্যক্তিকে প্রার্থী হতে উৎসাহিত করুন এবং আপনার সমমনাদের সাথে নিয়ে যতটা সম্ভব ওই প্রার্থীকে জয়ী করার চেষ্টা করুন। এভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমার বিশ্বাস একটু পথনির্দেশনা পেলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারবেন।

অর্ক, বক্স নং-১০৯, সাপ্তাহিক-২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

সামাজিক সচেতনতা

কিছুদিন আগে ইটিভিতে পলিথিনের ওপর একটি প্রতিবেদন দেখলাম, এর ক্ষতিকর প্রভাব কত ভয়াবহ জানলাম। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে সরকার, নির্বিশেষে পরিবেশবাদীরা কেন এখনও এই ঘাতক পলিথিন-এর উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবহারে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বা রোধে দ্বিধান্বিত? যেখানে সংসদ সদস্যদের নিজস্ব সুবিধা আদায়ে দ্বিমত না থেকে স্বল্প সময়ের নোটিশে আইন তৈরি হয়, সেখানে পরিবেশ ঘাতক এই পলিথিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেন এত বিলম্ব। আসুন অন্তত আমরা ২০০০-এর পাঠকরাই এই ঘাতকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলি।

একেএম সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অশ্লীল চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা দূর করার জন্য ১ জুলাই যে সমাবেশ হয় চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা তা নজিরবিহীন। আমরাও একাত্মতা প্রকাশ করছি এর সাথে। অশ্লীলতা নয় নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র চাই। অশ্লীল চলচ্চিত্র বন্ধ করা খুব কঠিন কাজ নয়। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, এফডিসি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও পরিচালক সমিতি এ ব্যাপারে ঐকমত্যে থাকলে গুটিকতক বিকৃত রুচির পরিচালক, প্রযোজক ও শিল্পীর পক্ষে অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রদর্শন সম্ভব হবে না। চলচ্চিত্র সমন্বয় পরিষদ তাদের ৩ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সকলের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মো: রাশেদুজ্জামান (জুয়েল)
ময়মনসিংহ-২২০০

এখনি ভাবতে হবে

প্রতিদিনকার মত ৭-৮ বছরের মেয়েটি কাগজ কুড়াতে বেরিয়েছিল। অন্যান্য দিনের মত আজ তার কাগজ নিয়ে আর ঘরে ফেরা হয়নি। এক যন্ত্রদানব তার মাথা চূর্ণ করে দিয়েছে। এই যন্ত্রদানবটি আর কেউ নয়- 'ট্রাক'। কিছুক্ষণ আগেও যে মেয়েটির সাথে কথা হল, তার পরিবার নিয়ে, তাকে নিয়ে। মুহূর্তেই শুনি একটি চিৎকার। লোকের ছোটাছুটি। দৌড়ে গিয়ে দেখি সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েটির চূর্ণবিচূর্ণ মস্তিষ্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। কি বীভৎস দৃশ্য। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাঝে মাঝে ট্রাক নামক এই যন্ত্রদানবটি আমাদেরকে থমকে দেয়। তাই এখনি সড়ক দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে হবে। না হলে একদিন এই কোমলমতি শিশুটির মত আমার বা আপনার প্রিয় কেউ হারিয়ে যাবে। তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

মুঃ ইসমাইল আলম, পটিয়া, চট্টগ্রাম

ধিক শত ধিক

তোমরা আমাকে সুন্দর একটা মা দাও
আমি তোমাদেরকে সুন্দর একটা জাতি দেবো।
নেপোলিয়ান–
তোমরা আমাকে একটা শেখ হাসিনা দাও
আমি তোমাদেরকে একটা জয়নাল হাজারী দেবো।
তোমরা আমাকে একটা খালেদা জিয়া দাও
আমি তোমাদেরকে একটা গোলাম আযম দেবো।
সোনার গাঁয়ের সোনার দেশের মেয়ে গো
এখানেও নেপোলিয়ান আছে শুয়ে অন্ধকারে
ওরা আজ এ আলোর সূর্যটাকে ভীষণ ভয় করে।
শত শত ধিক আপনাদের ঐ মাতৃত্বকে!

জিয়াউল আফগান/অনু
Jeddah, 21431, K.S.A

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) কয়েকটি দাতা দেশ এবং কয়েকটি এনজিও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শান্তিপূর্ণভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের বিরাট কাজটি সুসম্পন্ন হোক বাংলাদেশের মানুষ তাই চায়। তাই নির্বাচন নিরপেক্ষ হলো কি না, তা যাচাই করার পর যাদের ওপর বর্তাবে তাদের নিজেদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টিও জরুরি।
আশা করি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্যোক্তাগণ বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

ডাড়লী
মিরপুর ১নং সেকশন
ঢাকা-১২১৬

টো কা ই

ইটিভি'র এসিড টেস্ট

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদ দেখি না তা প্রায় দু'যুগ হবে। ফলে সঠিক খবর জানার জন্য বিবিসিই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এর মাঝে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে হাজির হলো 'একুশে টিভি' (ইটিভি) 'একুশে টিভি'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার মান যাই হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, এদের সংবাদ প্রচারের মান বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। এর 'সংবাদ' এত দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেছে, তার একমাত্র কারণই হচ্ছে একুশের তথ্যসমৃদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার। কিন্তু ইদানীং-এর সংবাদ প্রচারে কিছুটা ছন্দপতন ঘটছে, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টিং-এ অনাকাঙ্ক্ষিত সেন্সরের ছোঁয়া দর্শকের দৃষ্টি এড়াতে পারছে না— এটি এর জনপ্রিয়তার প্রতি হুমকিস্বরূপ —এ থেকে একুশের পরিত্রাণ পেতে হবে। কয়েক মাস পরেই দেশে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন আর এ সময়টাই হবে 'একুশে টিভি'র এসিড টেস্ট।

জি.এ মইনুল ইসলাম তপন
তেজগাঁও ঢাকা

মানুষ মানুষের জন্যে

'মানুষ মানুষের জন্যে' যতটুকু সত্য ঠিক ততটুকু মিথ্যা। মানুষ যেমন অন্য মানুষের উপকার করে ঠিক ততটাই ক্ষতি করে। যেমন সুহৃদয় তেমনি কঠোর। একটি কুকুর যতটুকু প্রভু ভক্ত, মানুষ অন্য মানুষের প্রতি ততটুকু ভক্ত নয়। সুষ্ঠু সমাজ গঠন ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেখানে মানুষ জ্ঞান লাভ করে প্রকৃত মানুষ হয়, দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সেখানেও বিরোধ হয় সামান্য একটি আম পাড়া নিয়ে। তাহলে সাধারণ মানুষ যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তারা কি করবে? মানুষের বিবেকের আর কবে উন্নতি হবে? স্বাধীনতার পর কেটে গেছে অনেক দিন। এখনও মানুষ ভালোবাসার আলো থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মানুষ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। রাগ, হিংসা, জেদ পরিহার করতে হবে। তাহলেই মানুষ পাবে ভালোবাসার আলো, আর বেরিয়ে আসবে অন্ধকার থেকে।

মোঃ রাশেদুজ্জামান (জুয়েল)
আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

এ কেমন অমানবিকতা

একজন সন্তানহারা পিতা-মাতার করুণ আর্তনাদ যদি কারো জীবনে না ঘটে তবে সে বুঝতে পারবে না সন্তানহারা যে বেদনা বিধুর ও মর্মান্তিক। যদি সে সন্তানটি হয় একমাত্র তবে! হ্যাঁ সে একমাত্র সন্তানের কথাই বলছি। যার নাম আবীর। পত্রিকায় যখন মেধাবী ছাত্র আবীরের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথাটি পড়তে লাগলাম তখন আমার চোখের জলকে আর থামাতে পারলাম না। আমার বলতে ইচ্ছা করে আমাদের দেশের চিকিৎসকরা যদি এই সামান্য টনসিল অপারেশন করতে গিয়ে একটি ছেলের জীবন এভাবে ছিনিয়ে নেয় তবে এটাকে বলব আমি অমানবিক আচরণ, নিছক অবহেলা।

সেলিনা আখতার শেলী
ফতেপুর, মদনহাট, চট্টগ্রাম

চাই পিপলস পুলিশ

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিদেশী ও দেশী পর্যটকদেরকে ছিনতাইকারীরা ছুরিকাঘাত করেছে এবং বিদেশিনীর শ্লীলতাহানির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পর্যটকদের পাসপোর্ট ও অর্থকড়ি ছিনিয়ে নেয়। খুব কাছেই সরকারি পুলিশের সাহায্য চাওয়া হলে পুলিশ সাহায্য তো করেইনি বরং দুষ্কৃতকারী আটকের নাটক করেছে। এতে করে বিদেশীদের কাছে আমাদের কলঙ্ক আরো এক মাত্রা বাড়লো। পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা প্রতিদিন ঘটে যাওয়া হাজার ঘটনার এটা একটামাত্র উদাহরণ। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশ ও সন্ত্রাসী একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এদেশের পুলিশের ভাবমূর্তির সর্বনাশ অনেক আগেই ঘটেছে। এ জাতীয় নরাধম পুলিশ ও গোয়েন্দাকে জনগণের পয়সায় পালন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। পাকিস্তানের ভন্ড সরকারগুলোর দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ হয়ে ব্যবসায়ীমহল সেখানকার করাচি শহরে 'পিপল্‌স পুলিশ' গঠন করেছিলো; রীতিমতো থানা তৈরি করে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ফলাফলে দেখা গেছে যে, এরা দ্রুত আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত পারদর্শী এবং নিবেদিত। তাই আমাদের দেশেও দক্ষ, চরিত্রবান ও শিক্ষিত তরুণদেরকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন একটা সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্যেই 'পিপলস পুলিশ' চাই, যারা সরকারি মাস্তান না হয়ে প্রকৃত অর্থেই জনগণের বন্ধু হবে।

শাহরিয়ার হাসান শাহেদ
সুবর্ণ কুঞ্জ, চট্টগ্রাম ৪০০০

প ত্রি কা য় ক্যা প শ ন

ছবির ভুল ক্যাপশন অনেক সময় বিভ্রান্তি ছড়ায়। গত মাধ্যমিকের ফলাফলে অধিকাংশ পত্রিকার একটি ছবিতে দেখা যায় ভিকারুন-নুন-নিসা-র ছাত্রী বেনজির শামস পিউ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার মা তাকে ধরে কাঁদছেন। বিশেষত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক প্রথম আলো, যুগান্তরসহ অন্য পত্রিকার ক্যাপশনে তাই লেখা হয়। অথচ যার জিপিএ ছিল ৪.৮৮। সাংবাদিকরা প্রকৃত তথ্য না জেনে ভুল তথ্যে ক্যাপশন লেখায় তাকে এই বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। আত্মীয় স্বজনেরা তাকে সহানুভূতি জানিয়েছে। শুধুমাত্র দেশের একমাত্র ট্যাবলয়েড দৈনিক মানবজমিন-এর ক্যাপশনে বলা হয় 'মেয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক মায়ের কান্না।' শুধু ছবির ক্যাপশনে ভুল তথ্য লেখায় তাকে সংবাদ সম্মেলন করে তার ভালো ফলাফলের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় একটি ক্যাপশন কত গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকার প্রতিটি শব্দ কত গুরুত্বপূর্ণ।

ইকবাল পাশা, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

ননসেন্স সেন্সর বোর্ড

আমাদের কপালেই কি মন্দ? রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রতি ক্ষেত্রেই আজ অবক্ষয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ১৩ জুলাই ২০০০-এ প্রকাশিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা ও নোংরামি তথা সেন্সর বোর্ডের ননসেন্স কার্যকলাপের ওপর তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন পড়ে শুধু হতাশই হলাম। আবহমান বাংলার সুস্থ সংস্কৃতির কোনো চিহ্ন আজ আর বাংলা ছায়াছবিতে দেখা যায় না। বাংলা ছায়াছবির অশ্লীলতা ও নোংরামি হিন্দি ও ইংরেজি ছবিকেও হার মানায়। কিছু মতলববাজ প্রযোজক, পরিচালক ও তথাকথিত সেন্সর বোর্ড একাট্টা হয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে দুর্গন্ধময় করে তুলেছে।

শেখ নওশের আলী
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক